প্রথম আলো

তারিখ ...22 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮ কলাম...৫.....

মাদ্‌রাসা শিক্ষা উন্নয়নে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় হবে মাইলফলক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড: মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ) বলেছেন, এদেশের আলেম-ওলামা মাশায়েখের আন্দোলন তথা ইসলামপ্রিয় জনতার দাবির ফসল ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ উল্লেখ করে ভিসি বলেন, এর ফলে দেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে গত মঙ্গলবার রাতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও মাহফিলে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ভিসি বলেন, জাতীয় মাধ্যমে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত হয়, মাদ্‌রাসাগুলো কলেজগুলো এখন থেকে আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ভিসি তেমনি দেশের উল্লেখ করেন, দেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমন্বয়ের জন্য এতদিন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসব মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, একই সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে একই মোহনায় মিলিত হবে।

চট্টগ্রামে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলে ভিসি

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলে আলোচনাকালে প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ আরও বলেন, ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ বছর পর্যন্ত আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগ। অন্ধকারের যুগ

পৃঃ ১৫ কঃ ১

মাদ্‌রাসা শিক্ষা উন্নয়নে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

তথা অজ্ঞতার যুগ। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পর আইয়্যামে জাহেলিয়াত ছিল না। ওই সময়টাকে কেন অন্ধকারের যুগ বলা হতো। মূর্খতার যুগ বলা হতো। তখনতো কাব্য খ্যাতি শীর্ষে ছিল। তারা অজ্ঞ হলো কেন। তারা গোত্রের অধিপতিকে মানতো। কোন দুশমন যদি বাড়িতে মেহমান হিসেবে আসতো তার ক্ষতি করতো না। তখন তাদের একমাত্র অভাব আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা তথা কোরআনি জ্ঞান ছিল না। তিনি বলেন, মুসলমানরা আজ কোরআন-সুন্নাহ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। একসময় মুসলমানরা বিশ্ব শাসন করেছে। আল্লাহ বলেছেন- তোমরা তাকওয়া অর্জন করো। দ্বীনের রজ্জুকে মজবুত করে ধরো তবে সাফল্য অর্জিত হবে। তিনি বলেন, লেখাপড়া, রাজনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বীনকে ভুলে গেলে হবে না। সর্বক্ষেত্রে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরে আসবে।

শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জমিয়তুল ফালাহ মসজিদের খতিব প্রবীণ আলেমেদ্বীন আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাদেরী। মাহফিলে প্রধান ওয়ায়েজিনের বক্তব্যে পীর সাহেব আম্রাবাদ আল্লামা সাইফুর রহমান নিজামী বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) জারি থাকবে। এখন কিছু ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছে। আগে এগুলো ছিল না।

সম্মানিত ওয়ায়েজিনের বক্তব্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাজ্জাদানশীন শাহসূফী সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল-হাসানী বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত আকবর হিসেবে এসেছেন রাসূল (সা.)। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে সারাজাহানের নেয়ামত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। ফ্রান্সের একটি ম্যাগাজিনে নবীর (সা.) ব্যঙ্গ কার্টুন ছাপিয়ে সারাবিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দেয়া হয়েছে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে সিডিএ'র চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম বলেন, আমরা ভাগ্যবান, আল্লাহ আমাদের মহানবীর (সা.) উম্মত হিসেবে পাঠিয়েছেন। মাহে রবিউল আউয়াল আমাদের জন্য বড় নেয়ামত। তিনি চট্টগ্রামবাসী ও ইসলামের খেদমত করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মিজানুর রহমান বলেন, যারা কুফরি করেন আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। আর যারা ঈমান আনে তাদের জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবেন। ঈমানি হচ্ছে নবীজির (সা.) আনুগত্য ও মুহব্বত। নবীজির (সা.) আদর্শে নিজকে গড়তে পারলে জীবনে সাফল্য আসবে। এর আগে সূফী মিজানুর রহমান ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা জালালুদ্দীন আল-কাদেরী বলেন, আল্লাহর কোটি কোটি নেয়ামতের মধ্যে রাসূল (সা.)'র শুভাগমন সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তিনি বলেন, ময়দানে হাশরে কারও নেতৃত্ব চলবে না। কেয়ামতের ময়দানের পতাকা পেয়ারা নবীর হাতে। ওইদিন মহানবীর (সা.) দিকে সবাই চেয়ে থাকবেন। এক লাখ ৪০ হাজার আম্বিয়া মহানবীর (সা.) পতাকাতলে থাকবেন। আল্লাহ হাশরের ময়দানে মহানবীর (সা.) শান দেখাবেন। তিনি বলেন, মহানবীর (সা.) শানে মাহফিল করা সুন্নত। মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইফা'র প্রকল্প পরিচালক বোরহান উদ্দীন মো. আবু আহসান। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন ইফা'র চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার মুফাস্‌সির মাওলানা মুহাম্মদ বখতেয়ার উদ্দিন, মাওলানা আবু তালেব মো. আলাউদ্দিন প্রমুখ। মাহফিল শেষে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন আল্লামা জালালুদ্দীন আল-কাদেরী।